গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
Website: www.dnc.gov.bd

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর কর্মসম্পাদন সূচক ১.৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত **১ম সভার** কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
সভার তারিখ ও সময়	:	১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি:, সকাল ১০.০০ টা
সভার স্থান	:	অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৭)
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট ''ক'' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভায় উপস্থিত অংশীজনদের সাথে পরিচিত হন এবং সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২ প্রণয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে-শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে তিনি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে সভা করে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

০২। তিনি আরো বলেন, এ ধরণের সভার মূল উদ্দেশ্য হলো অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাগণকে সেবাসমূহ যথাযথভাবে প্রদান করা হচ্ছে কিনা-সে বিষয়ে অংশীজনের বক্তব্য শ্রবণ এবং তৎপ্রেক্ষিতে সেবা সহজীকরণ। সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে সেবাটি যেন জনবান্ধব হয়, সেবার প্রভাবক ঠিক আছে কিনা, সেবাটি কোথায় বাধাগ্রস্থ হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা এবং এর সমাধান বের করা।

০৩। অত:পর সভাপতি উপস্থিত অংশীজনদের স্ব স্ব পরিচয় ব্যক্ত করে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। সভায় অংশীজনের বক্তব্য নিম্নরূপভাবে আলোচনা/পর্যালোচনা করা হয় :

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের বক্তব্য
১.	ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ এর প্রতিনিধি বলেন, প্রিকারসর কেমিক্যালস/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্থ বছর অনুযায়ী নির্ধারিত প্রাপ্যতা মোতাবেক প্রিকারসর কেমিক্যালস/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানীর পূর্বানুমতি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দিয়ে থাকে। তবে প্রাপ্যতা অনুযায়ী অর্থ বছরের মধ্যে আবেদন করা হলেও বিভিন্ন কারণে ৭-৮ মাস সময় লেগে যায়। পরবর্তীতে আমদানীকৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স দ্বারা ঔষধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে আরো ২-৩ মাস সময় লেগে যায়। যার ফলে বিগত অর্থ বছরে আমদানীকৃত মাদকদ্রব্য জাতীয় কাঁচামালের ব্যবহার সম্পূর্ণ করা যায় না। পরবর্তী অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বার্ষিক কোটা অনুযায়ী আমদানীর পূর্বানুমতির জন্য আবেদন করা হলে বিগত বছরের ব্যবহার বিবেচনায় নিয়ে (পূর্ববর্তী বছরের অবশিষ্ট অংশ বাদ দিয়ে) প্রাপ্যতা নির্ধারণ করে মাঠ পর্যায় হতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে নির্ধারিত বরাদ্দকৃত বার্ষিক কোটার সম্পূর্ণ অংশ আমদানী থেকে বঞ্চিত হয়/আমদানী করতে পারে না। বিষয়টি অন্য কোন উপায়ে সমন্বয় করা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান।	• সভাপতি বলেন, প্রিকারসর কেমিক্যালস/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানীর পূর্বানুমতির ক্ষেত্রে বিগত বছরের ব্যবহারের হিসাব তুলনামূলক যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে পূর্বানুমতি দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহার শেষ করতে পারলে অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত কোটার সম্পূর্ণই পূর্বানুমতি দেয়া হয়ে থাকে। • সভাপতি বলেন, প্রিকারসর কেমিক্যালস/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানির পূর্বানুমতির জন্য আমদানীকারক দেশ হিসেবে আমাদের এবং যে দেশ থেকে আমদানী করা হবে সে দেশেরও কিছু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বেশ সময় লেগে যায়। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে আবেদন দাখিল করতে হবে যাতে আমদানী প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়। তথাপি বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা হবে। • অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, কোন কর্মকর্তা যদি এতদসংক্রান্ত আবেদনের তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদনে অযথাই বিলম্ব করে/সময় নষ্ট করে তাহলে অধিদপ্তরকে জানাতে হবে। অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
২.	আইকন কেয়ার লি: মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের প্রতিনিধি সরকার অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে সরকারের চলমান অনুদান প্রদানের বিষয়ে তিনি প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, নতুন অনুমোদন প্রাপ্ত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে অনুদান প্রদান করা যায় কিনা? এক্ষেত্রে নূন্যতম ০৩ বছর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতার নীতিমালা বা বিধিমালা সংশোধন/পরিবর্তন করতে	• অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, সরকার অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে অনুদান প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠানকে অনুদান পেতে হলে নূন্যতম ০৩ বছর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। • বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলা কর্মকর্তাগণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিদর্শন করছেন। পরিদর্শনে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া গেলে বিধি

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের বক্তব্য
	পারলে মাদকাসক্তদের চিকিৎসাসেবায় এসব প্রতিষ্ঠান আরো উৎসাহিত হবে। তিনি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সেবার মান বৃদ্ধির জন্য উর্দ্ধতন পর্যায় হতে এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আহবান জানান।	মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, এমনকি লাইসেন্সও বাতিল করা হয়ে থাকে।
৩.	সোসাইটি ফর সোস্যাল পীসফুল লাইফ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিনিধি বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বা পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত কমিটি ব্যতীত অনেক সময় অন্যকোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে চাইলে আমরা কি করতে পারি? তাছাড়া রেসকিউ করার ক্ষেত্রে কোন গাইড লাইনকরতে পারলে ভালো হতো।	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বা পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত কমিটি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে পরিদর্শন প্রত্যাশীর এতৎসংক্রান্ত এখতিয়ার আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। • পরিচালক (প্রশাসন) বলেন, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য ইতোমধ্যে ন্যাশনাল গাইডলাইন মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত হয়েছে। গাইডলাইনটি ছাপানোর প্রক্রিয়া শেষ হলে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বরাবরে প্রেরণ করা হবে।
৪.	বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্ন্স প্রতিনিধি বলেন, সরকার অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে অনুদান প্রাপ্তির জন্য অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়। কিন্তু এতদসংক্রান্ত আবেদনের তদন্তপূর্বক সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসকের তদন্ত বা সুপারিশের পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক তদন্ত বা সুপারিশের বিধান করা যায় কিনা?	অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, এ অধিদপ্তর লাইসেন্সিং অথরিটি। কাজেই অনুদান প্রদানের তদন্ত বা সুপারিশ অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদানই শ্রেয়। তিনি বলেন, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় কমিটি এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা কমিটি রয়েছে। কমিটি এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করে থাকেন। কাজেই অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের সুপারিশ গ্রহণ করাটাই যৌক্তিক হবে।

০৪। অত:পর সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রম:	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.১	মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য অনুমোদিত ন্যাশনাল গাইডলাইনটি ছাপানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)/প্রোগ্রামার
৪.২	প্রিকারসর কেমিক্যালস্/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানীর পূর্বানুমতির আবেদনসমূহ অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। এতৎসংক্রান্ত আবেদনের তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদনে অযথাই বিলম্ব/সময় নষ্ট করা যাবে না।	পরিচালক (প্রশাসন/নিরোধ শিক্ষা/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)

০৫। অত:পর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অংশীজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/৯/২৪

(খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)।

নং-৫৮.০২.০০০০.০০৫.০০.০০৬.২১- ৩৪৯৬

১০ আশ্বিন, ১৪৩১
তারিখ: ----------------------
২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: অতিরিক্ত সচিব, মাদক অনুবিভাগ)।
২। পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশনস্/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/নিরোধ শিক্ষা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ/গোয়েন্দা শাখা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৬। উপপরিচালক (প্রশাসন/নিরোধ শিক্ষা/অপারেশনস্/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা/বিভাগীয় কার্যালয়/মেট্রো কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়/টেকনাফ বিশেষ জোন,.....।

৭। প্রোগ্রামার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৮। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশনস্/জনসংযোগ/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/কমন সার্ভিস/নিরোধ শিক্ষা/ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/গোয়েন্দা/অর্থ ও হিসাব/গবেষণা ও প্রকাশনা/প্রশাসন-অ:দা:), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা/বিভাগীয় কার্যালয়/মেট্রো কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়/টেকনাফ বিশেষ জোন.....।

৯। স্টাফ অফিসার টু ডিজি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১০। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১১। অফিস কপি।

২৫/১/২৪

(দীপজয় খীসা)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)